



আগত শিলচর পুরনিগমের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যক ওয়ার্ডের দলের প্রার্থীদের নিয়ে জেলা বিজেপির সদর দফতরে গত শনিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বক্তব্য রাখছেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। দলের নির্বাচনের

রণনীতি, বুথ পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং স্পষ্ট রোড ম্যাপ ত্যাগ প্রচারের দিক কি ধরনের হবে ইত্যাদি নিয়ে বক্তব্য উপনীত হয়। উপস্থিত ছিলেন দিলীপ পাল, রূপম সাহা, কণাদ পুরকায়স্থ, কঙ্কন নারায়ণ সিকদার প্রমুখ।

RNI REGD. NO. ASSBEN/2015/64350, Postal Regn. No.-SC-69/2025-2027

‘শুভেচ্ছা’ মানবতার ই উৎস মুখ

শুভেচ্ছা

VOLUME- 12, ISSUE : 6 "Shubheccha" (Bengali-Weekly Newspaper), Silchar, Monday 14 September, 2026 • শিলচর ২৭ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার মূল্য - ৫.০০ টাকা মাত্র, ৪ পাতা



শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি : ১৮তম ব্রিকস্ সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর। এনিয় ভারত মন্ডপম এবং নয়াদিল্লি বিশ্বের নজরে আরও একধাপ এগিয়ে। মধ্যমণি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাশিয়া প্রকৃত বন্ধুরাষ্ট্র অন্যদিকে চিনের সঙ্গে সম্পর্কে যাতে আর বাধা না হয় সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং সীমান্ত অবস্থান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতের অবস্থানকে তুলে ধরেন ও তিনি বলেন, ভারত শান্তির পক্ষে - বিশ্ব বিকাশের লক্ষ্যে।

প্রকল্পে গতি আনতে চেয়ে নির্মলার কাছে মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই প্রতিবেশী রাজ্য অসম ও মেঘালয়ে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে গতি আনতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং কনরাড কে সাংমা। বুধবার নতুনদিল্লির নবনির্মিত কর্তব্য ভবনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে যৌথ বৈঠক করেন দুই মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে অসম ও মেঘালয়ে বিদেশি আর্থিক সহায়তায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং সেগুলি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, ভৌত ও সামাজিক পরিকাঠামো মজবুত করা এবং উন্নয়নের জন্য নতুন বিনিয়োগের পথ তৈরির বিষয়েও মত বিনিময় করেন তাঁরা। বৈঠকের পর



তিনের পাতায়—

রাস্তার সব কাজ পূজোর আগে শেষ করার নির্দেশ মন্ত্রীর



শিলচর : দুর্গাপূজোর আগেই বরাক উপত্যকার প্রতিটি রাস্তা সাধারণ মানুষের যাতায়াতের উপযোগী করে তুলতে হবে। কড়া নিদান কৃষ্ণেন্দু পালের। বুধবার শিলচরের অসম সচিবালয়, বরাক উপত্যকায় অনুষ্ঠিত বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নত মান বজায় রেখে কাজ শেষ করার পাশাপাশি কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এদিনের বৈঠকে অংশ নেন মন্ত্রী কৌশিক রাই। শিলচর শহরে বর্তমানে চলতে থাকা ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজও বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পায়। শহরে ক্রমবর্ধমান যান চলাচলের প্রেক্ষিতে এই প্রকল্পটি নগর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনের পাতায়—

১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীভূমি আসছেন রাজ্যপাল

শ্রীভূমি : নেশা মুক্ত ও ড্রাগমুক্ত অভিযানে অংশ নিতে রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীভূমি আসছেন। কেন্দ্র সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়ের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে নেশা মুক্ত ও ড্রাগস মুক্ত ভারত গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সমগ্র রাজ্য জুড়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত যে ব্যাপক সচেতনতা অভিযান চালানো হবে তাতে অংশ নিতে রাজ্যপাল শ্রীভূমি আসছেন হু এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে

রাজ্যের নির্বাচিত ১০টি জেলাতে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের বার্তাকে আরও সুদৃঢ় করতে পদযাত্রা সহ সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এর অঙ্গ হিসাবে ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রীভূমি জেলায়ও এক সচেতনতা পদযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই অনুষ্ঠানে আসামের মাননীয় রাজ্যপাল উপস্থিত থাকবেন। এই পদযাত্রার কর্মসূচি স্থির করতে শুক্রবার শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সন্মেলন কক্ষে ভারপ্রাপ্ত ডিডিসি এল খিংতের পৌরোহিত্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনের পাতায়—

৯৩.৩৬ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে রাজ্যের শীর্ষে হাউস-লিস্টিংয়ে

হাইলাকান্দি : জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ হাউস-লিস্টিংয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল হাইলাকান্দি জেলা। ইতিমধ্যে ৯৩.৩৬ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে গোটা রাজ্যে প্রথম স্থান রয়েছে হাইলাকান্দি। জেলায় মোট ছ'টি চার্জের মধ্যে কাটলিছড়া সার্কল, হাইলাকান্দি মিউনিসিপাল এলাকা এবং লাল মিউনিসিপাল এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাউস-লিস্টিংয়ের কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। হাইলাকান্দিতে জনগণনা

সংক্রান্ত কাজ পরিদর্শন করার পর এই তথ্য জানিয়েছেন অসমের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল, সেন্সাস ভারতী চন্দা। তিনি বলেন, জনগণনা সংক্রান্ত কাজে হাইলাকান্দি জেলার টিমওয়ার্ক অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে জেলাশাসক জয় বিকাশ, এডিসি (সেন্সাস) মিনার্ভা দেবী এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ বি কে পেরেদার নেতৃত্বে জেলার সব জনগণনা কর্মী, বিশেষ করে এনুমেরেটররা যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করছেন, তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে

তিনের পাতায়—

১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন

এক সময় ব্রিকস দেশগুলোর পরিচয় হিসেবে ৪টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেসময় ভারতের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, আজ এই তালিকা ১১-এ পৌঁছেছে আর গত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর এই শীর্ষ সম্মেলনটি ভারতের নয়াদিল্লির ভারতমন্ডপমে অনুষ্ঠিত হয় তাতে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান পুতিন থেকে শুরু করে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং শামিল হন আর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মধ্যমণি হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্রিকস সামিটে একটি কথা অতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ভারতের অবস্থান হল সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলা, বিরোধিতা নয় আর এভাবেই যেসকল আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সীমান্ত এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বরাবর অশান্তির সৃষ্টি করার পথে হেঁটে চলে তাঁদের জন্য এ বার্তা কিন্তু বড় কঠোর। সম্ভাব্য প্রসঙ্গ বরাবরই ভারত তুলে ধরে থাকে তাছাড়া আমাদের বিদেশমন্ত্রী ড॰ এস.জয়শঙ্কর এব্যাপারে দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক দিককে অটুট রাখতে কড়া অবস্থান নিয়ে থাকেন আর এর প্রমাণ দেশবাসী বারবার পেয়েছেন আগামীতেও দেখবেন। যদি আমরা প্রযুক্তির দিকে লক্ষ্য করে চলি তাহলে ভারতের অবস্থান যথেষ্টই বিশ্বের কাছে নজরকাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। ব্রিকস বৈঠকে একথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ডলার নয় বাণিজ্য হবে প্রত্যেক দেশের মুদ্রাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে। এতো গেল বর্তমান সময়ের কথা। আমরা যদি সাবেকিয়ানার দিকে চোখ রাখি এবং এই শব্দটি দুর্গাপূজার আবহে বলাও সম্ভব কারণ এত আধুনিকতার দিনে মণ্ডপে মণ্ডপে যখন দেদার দর্শনার্থীদের আকর্ষণ কাড়তে রকমারি দিক নিয়ে আসা হয় সে সময়ে এমন কিছু পুজোমণ্ডপ বা বাড়িঘরে পুজো হয়ে থাকে যা সম্পূর্ণ সাবেকিয়ানাকে বজায় রাখে। মনে হয়, যেহেতু সরকারও সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা শুরু করেছেন অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে চাষাবাদ হবে আর যা ফসল আসবে তা হবে সম্পূর্ণ পরিবেশকে মর্যাদা দেওয়ার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত খাদ্য।



কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ যে একজন প্রকৃত জনদরদী-জনপ্রতিনিধি তাঁর আরও একবার প্রমাণিত সত্য। তিনি বরাবরই জনতার কাছের মানুষ এবং বহুদিনের রাজনৈতিক অধ্যায়। তিনি তাঁর বাসভবনে নিজের কক্ষে জনতার কথা মন দিয়ে শুনছেন সেই মুহূর্তটি ছিল রবিবার সকালে। কাটিগড়া।

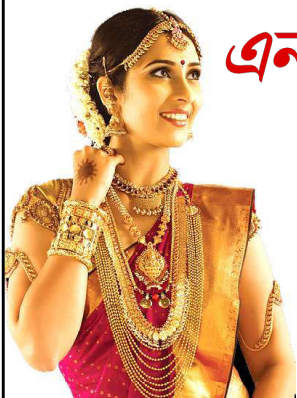
House Rent Available for Job Holders

at Prime Location in Silchar.

One Single room with attached Bathroom and Kitchen and

One Double room with attached Bathroom, Kichen and Balcony.

Please Contact - 9435724853



এন কে জুয়েলার্স

এন এন দত্তরোড,

শিলচর - ৭৮৮০০১,

কাছাড়, আসাম

Hallmark Gold, Making facility available Here
Mob. No. - 9435809452

অঙ্কন প্রতিযোগিতা বন্দেমাতরম-এর শতবছর পূর্তিতে



কালোইন ৪ সাহিত্যসভাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে বিহাড়া সরস্বতী বিদ্যালয়। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

এতে স্থানীয় পিএমশ্রী বিহাড়া বাজার এমভি স্কুল, বিহাড়া দেশবন্ধু বিদ্যালয়, ৮১৫ নং জগন্নাথ দে এলপি স্কুল, ১৫৩৪ নং দীননাথপুর এলপি, সাধুয়া উরাং এমই, ৯২০ নং তেলিছরা এলপি স্কুল সহ আয়োজক বিদ্যালয়ের মোট ১৪ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি তথা বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী গৌর কিশোর নাথ। উপস্থিত ছিলেন বন্দেমাতরম সার্থশতবর্ষ উদযাপন সমিতির সভাপতি কুলমণি মিশ্র, সম্পাদক সুরত রায়, বিহাড়া বাজার এমভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর আচার্য,

মাণিক মালাকার, নিরুপম নাথ, বর্না দাস, সন্ধ্যা রানি দাস, পিনাক দেব, সুরজিৎ সিনহা, সুধীর রঞ্জন সিনহা, বিধীকা দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাপিয়া দাস। এছাড়াও শুক্রবার কুইজ প্রতিযোগিতা এবং শনিবার দেশাত্মবোধক নৃত্য ও গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত, সাহিত্যসভাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, বেলা ১১টায় মূল অনুষ্ঠান হবে। বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওই দিন সারা দেশে একই সময়ে সমবেতভাবে বন্দে মাতরম গাওয়া হবে। এদিন অঙ্কন, কুইজ, দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় জয়ীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র বিতরণ করা হবে। এ অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে সবাইর সহযোগিতা কামনা করেছেন আয়োজক সমিতির কর্মকর্তারা।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ঐক্যসূত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত

ভূমিকা

কলাশ্রী পরিতোষ বর্মণ, সংস্কৃতি রত্ন

আদম্য ভারতবর্ষের জন্য তথা আসামের জনগণের সাথে প্রয়োজন দক্ষ এবং পারদর্শী আদর্শবান শাস্ত্র পণ্ডিতের। সে জন্মদৈব ব্রাহ্মণ হোক বা না হোক। যেহেতু সকলকেই শুদ্রত্ব নিয়েই জন্মলাভ করে এবং সংস্কার ক্রিয়ার পর দ্বিজত্ব লাভ করে। কাজেই দ্বিজত্ব লাভের অর্থই হচ্ছে সনাতনী ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, গুরুগৃহের শিক্ষান্তে পরীক্ষা দিয়ে গুরু প্রদত্ত উপাধি লাভে পৌরোহিত্য করার অধিকারী হয়ে পড়া। সুতরাং, সনাতন ধর্মানুসারী দেব-দেবীর পূজোচ্চনার অধিকার

প্রাপ্ত হন। গুরু গৃহ হতে তাকে যে উপাধিতে ভূষিত করল না কেন। কণ্ঠস্থ সর্ব বংশানুক্রমিক পণ্ডিত সকল প্রশিক্ষিত (Trained) হলেও প্রকৃতার্থে সুশিক্ষিত (Well Educated) হতে পারে না। অতীতকালে এক সময় বৌদ্ধিক নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ায় ভারতীয় সনাতনী জাতীয় ঐক্য সদৃশ্য হতে পারেনি। তার কারণ, পণ্ডিত সকলে সহজেই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অন্ধত্বে আগ্রাসিত হয়ে পড়েছিলেন।

ক্রমশঃ —

Natural, Unique, Healthy, Good To Drink
ROSEKANDY TEA
Is Now Trustea certified

Green Tea is also Available in Silchar At



RAJESH TRADING CO. Premtala, Silchar - 1
Tel : 03842-247214, 234883

জমি বিক্রয়

শিলচর শহরে ২কাঠা জমির ওপর বসতবাড়ি তিনতলা ফাউন্ডেশন যুক্ত বিক্রয় করা হবে, দর আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ করুন :
৯১০১৬৫৩৯৬৫

একের পাতার পর

শ্রীভূমি আসছেন রাজ্যপাল ১৮ সেপ্টেম্বর

সভায় এডিসি ও এই কর্মসূচির নোডাল অফিসার কিমনেইনেম চাংসান জানান যে, ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টায় শ্রীভূমি শহরের স্টেশন রোডের মহাত্মা গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে এক পদযাত্রা বের করা হবে। এই পদযাত্রায় এনসিসি ক্যাডেট, এনএসএস ভলান্টিয়ার, মাই ভারত, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি ভলান্টিয়ার, আর্মড ফোর্সসেরহু প্রাক্তন সৈনিক, স্কাউট ও গাইড, ছাত্র ছাত্রী ও যুব সংগঠনের সদস্য, ড্রাগস প্রতিরোধ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য সেবা প্রদানকারী সংগঠন, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির সদস্যদের সমন্বয়ে ৫০০ জনের সহযোগে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। নেশার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্যানার, প্লে কার্ড সহযোগে এই পদযাত্রা গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে মেইন রোডে সন্তর বাজার পয়েন্ট, শম্ভুসাগর পয়েন্ট এসবিআই পয়েন্ট হয়ে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে এসে সমাপ্ত হবে। তারপর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে মাননীয় রাজ্যপালের উপস্থিতিতে নেশা মুক্তির উপর এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে রাজ্য সরকার থেকে জারি করা এসওপি অনুসারে অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত, সিনিয়র পুলিশ সুপার নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের উপর বক্তব্য রাখবেন। তারপর থাকবে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ। অনুষ্ঠানে ‘মানস’ হেল্প লাইন, ড্রাগস ফ্রী আসাম অ্যাপ সহ নেশা মুক্তির সেবা ও হেল্প লাইন সম্পর্কে সচেতন করা হবে। এতে মাননীয় রাজ্যপাল নেশা মুক্তির শপথ বাক্যও সব অংশগ্রহণকারীদের পাঠ করাবেন। পাশাপাশি, নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের

৯৩.৩৬ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে রাজ্যের শীর্ষ

রাজ্যস্তরের পরিসংখ্যানে। ভারতী চন্দার কথায়, জনগণনা ২০২৭-এর প্রস্তুতিতে অসমের সব জেলার মধ্যে হাইলাকান্দির এই অগ্রগতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বর্তমানে প্রায় ৭৪ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিশ্বনাথ জেলা। অন্যদিকে বরাক উপত্যকার অন্যান্য দুই জেলা শ্রীভূমি ও কাছাড়ে হাউস-লিস্টিংয়ের কাজ যথাক্রমে প্রায় ৩৬ শতাংশ এবং ১৪ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, শিলচর মিউনিসিপাল বোর্ড এলাকায় এখনও মাত্র প্রায় ২ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে হাইলাকান্দিতে খুব শীঘ্রই ১০০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে আশাবাদী জেলা প্রশাসন।

এডিসি (সেন্সাস) মিনার্ভা দেবী জানিয়েছেন, আগামী দু’দিনের মধ্যেই হাইলাকান্দি জেলায় প্রথম পর্যায়ের জনগণনা সংক্রান্ত হাউস-লিস্টিংয়ের কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন করার লক্ষ্য রয়েছে। তিনি জনগণনা কর্মী, এনুমারেটর এবং সুপারভাইজরদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান। মিনার্ভা দেবী বলেন, জনগণনার কাজকে জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন কর্মীরা। আর সেই দায়বদ্ধতাই তাঁদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারত-ইরান সম্পর্কের প্রশংসা তেহরানে



নতুনদিল্লি ৫ তেহরান ৫ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে অত্যন্ত ভালো’ বলে উল্লেখ করল ইরান। দুই দেশের সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও সভ্যতাগত সম্পর্ক’ হিসেবে বর্ণনা করে তেহরান জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO) সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের বৈঠকের এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পর

এই মন্তব্য করল তেহরান। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, ভারত SCO এবং BRICS দুই সংগঠনেরই সদস্য। বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে ইরানের ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি। আগামী ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮তম BRICS শীর্ষ সম্মেলন। সেই সম্মেলনকে ভারত ও ইরানের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছে তেহরান। বাঘাই বলেন, ভারত ও ইরানের মধ্যে নিয়মিত আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। এর মধ্যে চাবাহার বন্দর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুই দেশের কাছেই এই বন্দর গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

BRICS সম্মেলনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তিনি। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও বলেন, ভারতের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। গত ৩১ আগস্ট বিশকেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের বৈঠক হয়। চলতি বছরের শুরুতে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম দুই রাষ্ট্রনেতার মুখোমুখি বৈঠক হয়।এদিকে, ভারতের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক নিয়ে নজর রয়েছে আমেরিকারও। গত সপ্তাহে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও বলেন, মোদি-পেজেশকিয়ানের বৈঠকের লক্ষ্য ভারত-ইরানের মধ্যে কোনও বাণিজ্য চুক্তির পথ তৈরি করা ছিল বলে তিনি মনে করেন না। তবে ইরানের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে কোনও দেশ সাহায্য করলে তাদের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। রুবিও বলেন, দেশগুলি নিজেদের বিদেশনীতি অনুসরণ করতে পারে। তবে ইরানকে এমন কোনও ব্যবস্থা তৈরি করতে সাহায্য করা উচিত নয়, যার মাধ্যমে তারা অর্থ সংগ্রহ করে সন্ত্রাসবাদে মদত দিতে বা পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করতে পারে। নিষেধাজ্ঞা এড়াতে তেহরানকে সাহায্য করা দেশগুলির বিরুদ্ধেও আমেরিকাকে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হতে পারে বলে জানান তিনি।

একের পাতার পর

রাস্তার সব কাজ পুজোর আগে শেষ করার নির্দেশ মন্ত্রীর

নির্মাণকাজের উপর ঘনিষ্ঠ নজরদারি এবং কাজের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করা সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। বৈঠকে শ্রীভূমি মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের কাজ নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়। বীরবল বাজার থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজও পর্যালোচনা করেন দুই মন্ত্রী। মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান এবং সংলগ্ন এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের কাজের অগ্রগতি এবং সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ভারতমালা, অসম মালা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পের অধীনে নির্মীয়মাণ সড়ক ও পরিকাঠামোর অগ্রগতির পাশাপাশি শিলচর-বরাপানি এক্সপ্রেস হাইওয়ে, শিলচর শহরের ফ্লাইওভার, মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়ক করিডরের মতো বড় প্রকল্পগুলির অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। কাজের বর্তমান পরিস্থিতি, নির্মাণের সময় দেখা দেওয়া বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও নির্মাণকারী সংস্থাগুলিকে দ্রুত সমস্যার সমাধান করে কাজের গতি বজায় রাখার নির্দেশ দেন দুই মন্ত্রী। কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একাধিক সড়ক উন্নয়ন ও পরিকাঠামো প্রকল্প হাতে নিয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনও ভাবেই গুণমানের সঙ্গে আপস না করে এই প্রকল্পগুলির কাজ সম্পন্ন করতে হবে বলে তিনি জোর দেন। দুর্গাপুজোর আগে বরাক উপত্যকার সড়কগুলির পরিস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন মন্ত্রী। উৎসবের আগে সমগ্র বরাক উপত্যকার সড়কগুলি যাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের উপযোগী হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। উৎসবের সময় মানুষের চলাচল বেড়ে যাওয়ায় যাতে সাধারণ মানুষকে অযথা দুর্ভোগে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কৌশিক রাইও বিভিন্ন বড় প্রকল্পের অগ্রগতি এবং কাজ বাস্তবায়নের পথে থাকা সমস্যাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সময়মতো প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যে সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব, তার জন্য কোনও প্রকল্প যাতে অযথা বিলম্বিত না হয়, সে জন্য বিভাগ, তৃণমূল পর্যায়ের আধিকারিক এবং নির্মাণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের উপর জোর দেন তিনি। দুই মন্ত্রীই আধিকারিকদের কাছ থেকে প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য নেন এবং নির্মাণকাজের বাস্তব অগ্রগতির পাশাপাশি বাস্তবায়নের পর্যায়ে দেখা দেওয়া বিভিন্ন সমস্যাও খতিয়ে দেখেন।

প্রকল্পে গতি আনতে চেয়ে নির্মলার কাছে মুখ্যমন্ত্রী

হিমন্তু জানান, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলি সময়মতো বাস্তবায়িত হলে দুই রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন গতি আসবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগের আরও সুযোগ তৈরি হবে এবং বিস্তৃত এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তাই প্রকল্পগুলির অনুমোদন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দুই রাজ্যের তরফে তুলে ধরা প্রস্তাবগুলির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন নির্মলা। উত্তর-পূর্বের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। বৈঠকের এই ফলাফলকে অসম ও মেঘালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। রাজ্য সরকারের তরফে পরে জানানো হয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও দুই রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করাই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রকল্প রূপায়ণের গতি বাড়লে যোগাযোগ, সামাজিক পরিষেবা এবং অন্যান্য মৌলিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলেও আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বিবৃতিতে বৈঠকটিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ এবং পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুই মুখ্যমন্ত্রীর যৌথ উপস্থিতি আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রশ্নে অসম ও মেঘালয়ের সমন্বিত অবস্থানকেই সামনে এনেছে বলে মনে করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলে। আলোচনায় অসম ভবনের আবাসিক আয়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক মহলের মতে, দুই মুখ্যমন্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা হওয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

মাই ভারত পোর্টালে ‘বিকশিত ভারত

ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ’ কুইজ লাইভ

হাইলাকান্দি, ১০ সেপ্টেম্বর : বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করা এবং দেশের যুবসমাজকে জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী করে তোলার উদ্দেশ্যে, ‘বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ’ (VBYLD) কুইজটি এখন মাই ভারত পোর্টালে (MY Bharat Portal) লাইভ করা হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলার ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী যোগ্য যুবকদের এতে অংশগ্রহণ করতে, তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শন করতে এবং একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্মে নিজেদের জ্ঞান তুলে ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। মাই ভারত হাইলাকান্দির উপ-পরিচালক জনাব হর্ষরণ সিং স্থানীয় যুবকদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এটি কেবল একটি কুইজ প্রতিযোগিতা নয়, বরং তরুণদের তাঁদের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বের দক্ষতা সরাসরি জাতীয় নেতাদের সামনে উপস্থাপন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

ঋদেশের সেরা তরুণ প্রতিভাদের চিহ্নিত করার জন্য প্রতিযোগিতাটি পাঁচটি ভিন্ন ধাপে পরিচালিত হচ্ছে। প্রথম ধাপ অর্থাৎ ‘কুইজ’ বর্তমানে চলছে এবং এটি ১৭ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। কুইজ থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা দ্বিতীয় ধাপ ‘রচনা লেখা’র দিকে এগিয়ে যাবেন, যার পর তৃতীয় ধাপ হলো ‘জেলা চ্যাম্পিয়নশিপ’। শীর্ষ স্থানাধিকারীরা এরপর চতুর্থ ধাপে ‘রাজ্য স্তরের ‘BYLD’-এ প্রতিযোগিতা করবেন, যেখানে অসাধারণ পারফর্ম করা তরুণরা জাতীয় স্তরে পৌঁছানোর সুযোগ পাবেন। পুরো উদ্যোগের চূড়ান্ত পর্যায় হবে ‘ন্যাশনাল ডায়ালগ’ (জাতীয় সংলাপ), যা আগামী ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলেছে। এই চূড়ান্ত স্তরে নির্বাচিত যুবকরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সরাসরি কথা বলার এবং তাঁর সামনে ‘বিকশিত ভারত’ সম্পর্কিত নিজেদের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

জনাব হর্ষরণ সিং তুলে ধরেন যে যুবসমাজের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বের ক্ষমতাই হলো একটি উন্নত ভারতের শক্তি ভিত্তি। তিনি আরও বলেন যে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনে যুবসমাজ একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। আগ্রহী এবং যোগ্য অংশগ্রহণকারীরা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর আগে অফিসিয়াল পোর্টাল mybharat.gov.in-এ গিয়ে নিজেদের নাম নিবন্ধিত করতে পারেন এবং প্রাথমিক কুইজ সম্পন্ন করতে পারেন।

ভারতরত্ন ড. ভূপেন হাজারিকার আদর্শ ও মানবতাবাদী মূল্যবোধকে পাঠ্যে করার আহ্বান

শিলচর : সুধাকর্ষ ভারতরত্ন ড. ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা ও আবেগঘন পরিবেশে মঙ্গলবার কাছাড় কলেজ অনুষ্ঠিত হয়। ড. ভূপেন হাজরিকার কালজয়ী সৃষ্টিকে স্মরণ, তাঁর মানবতাবাদী দর্শনকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং তাঁর শিল্পীসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা

নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতরত্ন ড. ভূপেন হাজারিকার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর কলেজের শিক্ষকবৃন্দের পরিবেশনায় সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আবহকে আরও আবেগময় করে তোলে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. জয়দীপ বিশ্বাস ড. ভূপেন হাজারিকার গভীর মানবতাবাদী চেতনা ও সমাজমনস্ক শিল্পীসত্তার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভূপেন হাজারিকার গান কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, তাঁর গান মানুষের কথা বলেছে, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সাম্য, সম্প্রীতি ও মানবিকতার বার্তা বহন করেছে। তাঁর সঙ্গে ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন-এর সংযোগ এবং গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শ তাঁর শিল্পীজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, বক্তা তা বিশদভাবে তুলে ধরেন। ভূপেন হাজারিকার শিল্পচর্চায়

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির যে গভীর
প্রকাশ ঘটেছে, তা বর্তমান
সময়েও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে
তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে ড. পরমিতা দাসের
পরিবেশিত ভূপেন হাজরিকার
গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।
পাশাপাশি কলেজের
ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায়
একাধিক ভূপেন হাজরিকার গান
অনুষ্ঠানে প্রাণসঞ্চার করে। তাঁর
জনপ্রিয় গানগুলিকে কেন্দ্র করে
ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনও
উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ
করে। গান, নৃত্য ও আবৃত্তির
সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয়
এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়।

অনুষ্ঠানে হেমন্ত কুমার বরা
কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর
আবৃত্তিতে ভূপেন হাজরিকার

জীবন, দর্শন ও মানবিক চেতনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে ভূপেন হাজারিকার জীবন ও সৃষ্টির বিভিন্ন দিক স্মরণ করা হয়। তাঁর কণ্ঠে ও সৃষ্টিতে যে অসম, ভারত এবং বৃহত্তর মানবসমাজের স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে, সেই চিরন্তন উত্তরাধিকারকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসও ব্যক্ত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে কাছাড় কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. শামসুদ্দিন খানাবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকল শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ড. ভূপেন হাজারিকার আদর্শ ও মানবতাবাদী মূল্যবোধকে জীবনের পাথেয় করার আহ্বান জানান।

৫৬তম জন্মবার্ষিকীতে কালিকাপ্রসাদ
স্মরণে শ্রদ্ধা-অনুষ্ঠান প্রশাসনের

শিলচর : কিংবদন্তি লোকশিল্পী ও গবেষক প্রয়াত কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী শিলচরে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে। কাছাড় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় সন্ধ্যা ৬টায় পার্ক রোডের শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।



করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন
কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলা
আয়ুক্ত ডেভিড কুমার বরা
(এসিএস), সাংস্কৃতিক বিষয়ক
বিভাগের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
আধিকারিক স্নেহাংশু রায় সহ
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক
কর্মী, শিল্পী এবং
কালিকাপ্রসাদের পরিবারের
সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে শিল্পীরা কালিকাপ্রসাদের একটি গান সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন। এরপর শিলচরের বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় প্রায় এক ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কালিকাপ্রসাদের সমৃদ্ধ সংগীত ঐতিহ্যকে স্মরণ ও উদ্‌যাপন এবং লোকসংগীত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করাই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। বরাক উপত্যকার তথ্য ও জনসংযোগের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিলচরে জন্মগ্রহণ করেন কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। লোকসংগীতের সংরক্ষণ, গবেষণা ও লোকসংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও অনস্বীকার্য। লোকসংস্কৃতি ও সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অসম সরকার তাঁর জন্মবার্ষিকী প্রতি বছর ‘লোক সংহতি দিবস’ হিসেবে পালন করে।

এ বছরও দিবসটি পালনের
অঙ্গ হিসেবে বরাক উপত্যকার
তথ্য ও জনসংযোগের
আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে
মোবাইল মাইকিংয়ের মাধ্যমে
কালিকাপ্রসাদের গান ও
সৃষ্টিসমূহ পরিবেশন করা হয়।
শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের
প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত মূল
অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পীর
প্রতিকৃতিতে পশ্চাৰ্থ নিবেদন

১০ নং ওয়ার্ড থেকে বিজেপির
প্রার্থী কাঞ্চন দেব (জয়)



তিনি গড়েছেন। বিধায়ক যখন ছিলেন দীপায়ন সেই সময়কার কথা তখন এই কাঞ্চন দেব নিজ খরচায় জনতার সেবার উদ্দেশ্যে ৭০ মিটার রাস্তার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছেন ঐ ওয়ার্ডের সারদা সরণিতে। এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি, তাঁর কাজের পরিসরকে ও দলের নীতি-নির্দেশিকাকে গুরুত্ব দিয়ে চলে আসছেন।

এই যে ১৩ সেপ্টেম্বরে সকাল সেও বলা চলে রৌদ্র যখন পূর্বাকাশে তখন তিনি জনতার কাছে বাড়ি বাড়ি যান আগামী ৩ অক্টোবরের যে নির্বাচন হবে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে। উল্লেখ্য, গত ১১ তারিখ মনোনয়ন পত্র অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও বিজেপির হয়ে দাখিল করেছেন। ১৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র পরীক্ষণের দিন। ৬ অক্টোবর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবে। এলাকায় লক্ষ্য করা যায় বিজেপির পালে হাওয়া বইছে।

শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, শিলচর :
মালুগ্রামের বাসিন্দা কাঞ্চন দেব
(জয়) ২০০৫ ইং থেকে
আরএসএস-এর সেবক হিসেবে
কাজ করে আসা এই সময়ে ৩৮
বছর বয়সী যুবা ভারতীয় জনতা
পার্টির হয়ে শিলচর পুরনিগমের
নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জন্য দল
তাকে মনোনীত করেছেন। এই
প্রার্থীর কাজের যে খতিয়ান সে
দস্তর মত একটি পুস্তক প্রকাশের
মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কর্মজীবনের
এক বিস্তারিত অধ্যায়কে তুলে ধরেন।
তাছাড়া ৩০০ সদস্যকে তাঁর দলে
অন্তর্ভুক্ত করার সেও এক রেকর্ড

শিলচর পুর-নিগমের নির্বাচন আগামী ৩ অক্টোবর। এবার দেখা যাচ্ছে মোট মনোনয়ন পত্রের যে সংখ্যা ১৫১ তে। অথচ ৪২ টি আসনের জন্য বিজেপি এবং কংগ্রেস পুরোটাই তাঁদের তালিকা প্রকাশ করেছে। দেখা গেছে এর বাইরেও বামপন্থী দলগুলো ছাড়াও বিক্ষোদ্ধ কংগ্রেসি এবং বিজেপির মধ্য থেকে নির্দল হয়ে যে লড়ার সংখ্যা সে প্রায় ৬৪ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নির্দল প্রার্থীরাও শেষ পর্যন্ত বোর্ড গঠনে হয়তো বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেভাতেও পারে। তবে স্বাভাবিকভাবে শাসক দল যেহেতু বিজেপি এবং তাঁর শরিক দল তাই এই পালে জনমতের দিক অনেকটাই স্পষ্ট অবস্থানে। তবে কংগ্রেসের বেশকয়েকটি ওয়ার্ডভিত্তিক মতামত বেরিয়ে আসে তা থেকে দেখা গেল বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসও বেশ দায়িত্বশীল অবস্থান নেওয়ার পথে হাঁটছে। জেলা সভাপতি এব্যাপারে বয়ানও দিয়েছেন। প্রত্যেক প্রার্থীর দাবি তাঁরা ওয়ার্ডভিত্তিক জনতার সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবেন।

কাটলিছড়ার দেববাড়ির দুর্গোপুজো এবার ১২৬ বছরে পা রাখতে চলেছে। তাছাড়া শিলচর শহরের শঙ্করদিঘীর আপনজন ক্লাব তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ স্বরূপ ওয়াটার টানেল এবং আরও কিছু দর্শনার্থীদের জন্য নিয়ে আসতে চলেছে। উদারবন্দের কালীবাড়ি রোডে এবং হাসপাতালের রোডের পুজোয় এবারও চমক থাকবে তাছাড়া শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দি জেলাজুড়ে পুজোয় সাবেকিয়ানার দিকও দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণ কাডার দিক আসছে।